ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫
জানুয়ারি : মার্চ ২০১৫

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইনফাক

আবদুছ ছবুর মাতুব্বর*

Infāq in the Light of the Quran and Hadith

ABSTRACT

Among all the ways and means of worship, Infāq or spending wealth for the sake of Allah is considered to be one the significant ways of worship. The concept of Infāq has importance and significance in Islam. It is also called monetary worship. Generally people irrespective of being rich, poor, Muslims, Non-Muslims, legal money earners or illegal money earners all spend wealth. In this paper, the term Infaq refers to spending legal earned wealth by Muslims for a legal cause (i.e. the cause approved by sharī'ah). Spending wealth must be done according to the commandment of Allah, which means it is sometimes obligatory (fard), compulsory (wājib), preferred (mustahab), supererogatory (nafal), and prohibited (harām). Islam clearly states the principles of how wealth should be earned and spent including the purpose, amount, and method of spending wealth. Man has numerous ways and means of earning wealth, which may be legal or illegal, but the commandment of Islam is not to earn wealth through illegal means. In addition, permissible ways of earning wealth are also well defined. In order to achieve success in the hereafter, Islam encourages humankind to spend voluntarily. Islam refers to one as stingy who does not spend; again it does not allow extravagance and unnecessary expenditure; it also postulates that spending wealth for a good cause guarantees increase of wealth. This paper prepared by applying analytical method and described various aspects of infāq including definition and rules in the light of Quran and Sunnah.

Keywords: Infāq; fields of expenditure; monetary worship; principles of expenditure.

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম জীবনে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত পালনের যতগুলো মাধ্যম আছে তন্মধ্যে ইনফাক বা সম্পদ ব্যয় অন্যতম। ইসলামে ইনফাকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। একে ইবাদতে মালী বা আর্থিক ইবাদতও বলা হয়। মানুষ মাত্রই সম্পদ ব্যয় করে থাকে। ধনী, গরীব, মুসলিম, অমুসলিম, ন্যায় পথে উপার্জনকারী, অন্যায় পথে উপার্জনকারী সবাই ব্যয় করে। ইনফাক দ্বারা মুসলিমদের বৈধ আয় থেকে বৈধ (ইসলামের বিধান অনুযায়ী) পথে ব্যয়কেই বুঝানো হয়েছে। সম্পদ ব্যয় ইসলামের নির্দেশ। ক্ষেত্রভেদে সম্পদ ব্যয় করা ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, নফল এবং হারাম। সম্পদ ব্যয়ের খাত কী কী, ব্যয়ের পরিমাণ কতটুকু এবং ব্যয়ের পদ্ধতি কী হবে? ইসলাম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। একজন মানুষের সামনে সম্পদ আয়ের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ হাজারো পথ রয়েছে; কিন্তু ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে অবৈধ পথে সম্পদ আয় করা যাবে না। বৈধ পথে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করার পদ্ধতিও নির্ধারিত। পরকালের সফলতা অর্জনে ইসলাম মানুষকে স্বেচ্ছায় ব্যয় করতে উৎসাহ দিয়েছে এবং ব্যয় না করলে তাকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছে। অপচয়-অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে। সাথে সাথে বৈধ পথে ব্যয় করলে সম্পদ বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত অত্র প্রবন্ধে ইনফাকের পরিচিতি এবং কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইনফাকের সামগ্রিক নীতিমালা তুলে ধরার প্রায়াস নেয়া হয়েছে।

মূলশব্দ: ইনফাক, ব্যয়ের খাত, মালী ইবাদাত, ব্যয়ের নীতিমালা

ভূমিকা

ইনফাক বা সম্পদ ব্যয় করা হয়ে থাকে মালিকানাধীন সম্পদ থেকে। মালিকানাধীন সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন:

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾

আসমানে এবং জমিনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ্র মালিকানাধীন।[২]

উপর্যুক্ত আয়াত দুটিসহ অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, সকল সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা যেমন আসমান ও জমিনের সকল সম্পদ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করেছেন, তেমনি সম্পদের সঠিক ব্যবহারে মানুষকে

১. আল-কুরআন, ০৫ : ১২০
২. আল-কুরআন, ০২ : ২৮

দিয়েছেন নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ-তে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

وَقَدْ جَعَل الإِْسْلاَمُ مِلْكَ الأَْمْوَال اسْتِخْلاَفًا وَمِنْحَةً رَبَّانِيَّةً لأَِنَّ الْمَالِكَ الْحَقِيقِيَّ لِلأَْمْوَال هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنَّهُ أَعْطَى لِلإِْنْسَان حَقَّ التَّمَلُّك وَاسْتَخْلَفَهُ عَلَى الأَْمْوَال

ইসলাম সম্পদের মালিকানা লাভ করাকে (আল্লাহ্‌র) প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিপালকের দানরূপে সাব্যস্ত করেছে। কারণ, সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ্। তবে তিনি মানুষকে মালিকানার অধিকার লাভ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং সম্পদে তাকে প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছেন।[৩]

মহান আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾

তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে খরচ করো।[৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾

তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তোমরা তা থেকে প্রদান করো।[৫]

তিনি অনত্র ইরশাদ করেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ﴾

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।[৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾

অতঃপর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি।[৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো; অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।[৮]

৩. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুঊনিল ইসলামিয়্যাহ্, খ. ৩৯, পৃ. ৩৩
৪. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৭
৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩
৬. আল-কুরআন, ০৬ : ১৬৫
৭. আল-কুরআন, ১০ : ১৪
৮. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৭

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আয-যামাখশারী বলেন:

أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإنما موّلكم إياها وخوّلكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنوّاب

তোমাদের করায়ত্ত সম্পদসমূহ সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পদ। তিনি তোমাদেরকে কেবল তা ব্যবহার ও ভোগ করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। কেননা এই সকল সম্পদ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সম্পদ নয়। এ ক্ষেত্রে তোমরা কেবল উকিল ও প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।[৯]

উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ বিভিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার এই দুনিয়ার সম্পত্তির নিয়ন্ত্রক ও প্রতিনিধি। তাই মহান আল্লাহ সম্পদের মধ্যে ফকীর, মিসকিন, আত্মীয়স্বজন প্রমুখের জন্য অনেক অধিকার আরোপ করেছেন।[১০]

মানুষের সম্পদের মালিক হওয়ার মাধ্যম হলো তিনটি:

১. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ।

২. উপহার, উপঢৌকন বা পুরস্কার সূত্রে পাওয়া সম্পদ।

৩. নিজের উপার্জিত সম্পদ।

এই তিনভাবেই মানুষ সম্পদের মালিক হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ "এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।[১১] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইনফাক বা ব্যয় করা হবে নিজস্ব মাল (সম্পদ) থেকে। সম্পদের মালিকানা নির্ধারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বক্তব্য হচ্ছে, 'সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক হচ্ছে সমাজ, সংগঠন বা রাষ্ট্র।' সুতরাং সম্পদ ব্যয়ে মানুষের কোন ধরনের স্বাধীনতা নেই। অপরদিকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় 'মানুষ তার সম্পদের উপর একচ্ছত্র অধিকারী বা মালিক। সে তার সম্পদ ব্যয়ে পূর্ণ স্বাধীন। ব্যয় করা না করা তার ইচ্ছা। ব্যয়ের পথ বৈধ কি অবৈধ এটা তার সিদ্ধান্ত। ব্যয়ের পরিমাণ সে-ই নির্ধারণ করবে।' ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত নয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আয়ের ক্ষেত্রে যেমন বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক কিছু বিধি-বিধান আছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু

৯. আবুল কাসিম জারুল্লাহ্ আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৬, পৃ. ৪৯১
১০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৯, পৃ. ৩৩

নিয়ম-কানুন রয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমকে অনুসরণ করতে হয়। ইসলাম ইনফাক বা সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে, কখনো ব্যয় করাকে ফরয করে দিয়েছে, আবার কখনো নফল নির্ধারণ করেছে।

ইনফাকের সংজ্ঞা

ইনফাক (إنفـــاق) শব্দটি আরবী। এর অর্থ ব্যয় করা, খরচ করা।[১২] ইনফাক শব্দটি নাফাকা (نفـــق) শব্দমূল থেকে উদগত। বিখ্যাত আরবী অভিধানবেত্তা ইবনু ফারিস বলেছেন, এই শব্দমূলটির মূলত দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হচ্ছে, কোনো জিনিস শেষ হয়ে যাওয়া কিংবা চলে যাওয়া; অপরটি হচ্ছে, কোনো জিনিস গোপন করা কিংবা ঢেকে ফেলা।[১৩] ইনফাকের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মনজের কাহ্ফ বলেন:

> Conceptually Infaq in Shari'ah means spending away for the betterment of the society and its members including the giver and her/his family.

শরী'আহ্র দৃষ্টিকোণ থেকে ইনফাক অর্থ হলো, দানকারী এবং দানকারীর পরিবারসহ সমাজ ও সমাজের সদস্যগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা।[১৪]

শায়খ আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ আল-'আল্লাফ আল-গামিদী ইনফাক-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন:

> الإنفاق إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات
>
> ইনফাক হলো, আল্লাহ্র অনুসরণমূলক ও বৈধ ক্ষেত্রসমূহে পবিত্র সম্পদ থেকে খরচ করা।[১৫]

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ইনফাক রয়েছে। অবস্থাভেদে কোনটা বাধ্যতামূলক (ফরয) যেমন যাকাত, উশর, খারাজ, সামর্থ্যানুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। কোনটা বাধ্যতামূলক না হলেও নৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন ওয়াক্ফ, ওয়াসিয়্যাত, সাদাকা ইত্যাদি।

---

১১. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৪

১২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ১৪৬

১৩. ইবনু ফারিস, *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ্*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ৪৫৪

(نفق) النون والفاء والقاف أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على انقطاعِ شيءٍ وذَهابه، والآخر على إخفاءِ شيءٍ وإغماضِه.

১৪. http://monzer.kahf.com/papers/english/Infaq_in_the_Islamic_Economic_System.pdf, Access date : 12.01.2016

১৫. আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ আল-আল্লাফ আল-গামিদী, *ফাযলুস সাদাকাহ্ ওয়াল ইনফাক*, মক্কা মুকাররমাহ্: ১৪২৭ হি.

ইনফাকের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

১. নিজের জন্য ব্যয়

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক কোন ব্যক্তি তার কর্তৃত্বে আসা সম্পদ থেকে নিজের জন্য ব্যয় করার অধিকার রয়েছে। নিজের জন্য ব্যয় না করে নিজেকে ধ্বংস করে দেয়ার কথা ইসলাম বলে না। বরং নিজেকে রক্ষার জন্য বলা হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ﴾

তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[১৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র।[১৭]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! খরচ করো, আমি তোমার জন্য খরচ করবো।[১৮]

২. পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়

পরিবারের সদস্য যেমন নিজ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা ও একান্নভুক্ত অসমর্থ ভাইবোন প্রমুখের জন্য ব্যয় করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যেমন: আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾

পুরুষেরা নারীদের (কাজ-কর্মের) ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ্ এদের একজনকে অন্যজনের ওপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং এ জন্য যে, (প্রধানত) তারাই (দাম্পত্য জীবনের জন্যে) নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[১৯]

দুগ্ধ দানকারিনী জননীদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার ওপর হল সে সমস্ত নারীর খোরপোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী।[২০]

---

১৬. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৫

১৭. আল-কুরআন, ০৪ : ২৯

১৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাযলুন নাফাকাতি আলাল আহ্ল, বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৫০৩৭

১৯. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৪

অন্য আয়াতে গর্ভবতী স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾

(ঐ তালাকপ্রাপ্তা) নারীরা যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তাদের ভরণ-পোষণ করো।[২১]

পবিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে নবী স. বলেছেন:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

উত্তম সাদাকাহ হলো যা প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থেকে করা হয়। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্ব, তাদের থেকে আরম্ভ কর।[২২]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي

যাদের ভরণ-পোষণ তোমার যিম্মায় তাদের আগে দাও। (কেননা) স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, নতুবা তালাক দাও। গোলাম বলবে, আমাকে খাবার দাও এবং কাজে খাটাও। ছেলে বলবে, আমাকে খাবার দাও, আমাকে তুমি কার কাছে রেখে যাচ্ছ?[২৩]

পিতামাতা সম্পর্কে আল-কুরআনে অনেক স্থানে বলা হয়েছে:

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলবে না এবং তাদের ধমক দিবে না, সম্মানসূচক নম্রভাবে কথা বলবে।[২৪]

উলামায়ে কিরাম বলেন, এখানে সদাচার বলতে তাদের হক আদায় করা। যেমন ভরণ-পোষণ, আনুগত্য প্রদর্শন ইত্যাদি।[২৫] পিতামাতা তাদের সন্তানদের অর্থ-সম্পদ থেকে কতটুকু গ্রহণ করতে পারবে সে ব্যাপারে জমহুর ফকীহগণের মত হলো:

২০. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৩
২১. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৬
২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: উজূবুন নাফাকাতি আলাল আহলি ওয়াল ইয়াল, হাদীস নং-৫০৪১
২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: উজূবুন নাফাকাতি আলাল আহলি ওয়াল ইয়াল, হাদীস নং-৫০৪০
২৪. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩
২৫. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্র. ড. আহমদ আলী প্রণীত *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৩-৩৭

أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِه شَيْئًا إِلاَّ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْه

পিতা তার সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করতে পারবে।[২৬]

দলীল হিসেবে তারা এই হাদীসটি পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার।'[২৭]

কন্যা সন্তান ও বোনদের ব্যাপারে মহানবী স. বলেছেন:

لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة

যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন রয়েছে এবং সে তাদের সাথে সদাচরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৮]

৩. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ব্যয়

যাকাত থেকে সংগ্রহকৃত অর্থ-সম্পদ শরীয়াহ নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করা হবে। অভাবী মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ, তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান এবং মানব জীবনের সার্বিক লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এ সব খাত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে। যা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে; এ হল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২৯]

৪. সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়

বাধ্যতামূলক যাকাত ব্যবস্থার বাইরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় ব্যয় নির্বাহের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর ঐ ধরনের ব্যাপক ধারণা দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

২৬. এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। বিস্তারিত দ্র. *আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৪৫, পৃ. ২০২-২০৩
২৭. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায়: আত-তিজারাত, পরিচ্ছেদ : মা লির-রাজুলি মিন মালি ওয়ালিদিহি, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-২২৯১; হাদীসটির সনদ সহীহ।
২৮. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায়: আল-আবনা, পরিচ্ছেদ: মান 'আলা ছালাছা আখাওয়াত, বৈরূত: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং-৭৯; হাদীসটির সনদ হাসান।
২৯. আল-কুরআন, ০৯ : ৬০

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾

লোকজন কী ব্যয় করবে, সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরের জন্য। কল্যাণকর কাজের যা কিছু তোমরা কর না কেন, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত।[৩০]

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ নিজেদের ব্যয় নির্বাহে অক্ষম হলে ইসলাম সামর্থ্যানুসারে তাদের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। কয়েদীদের জন্য ব্যয় করার বিষয়টি যদিও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে রূপ নিয়েছে, তবুও সমাজ সদস্যদের উপরও ইসলাম এর দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। তারা এ কাজ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ﴾

আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার্য দান করে। আর বলে, আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।[৩১]

অন্য হাদীসে অসহায় বিধবাদের জন্য ভরণ-পোষণের কথা উল্লেখ করে মহানবী স. বলেছেন:

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর মত।[৩২]

৫. প্রতিবেশীদের জন্য ব্যয়

ইসলাম প্রতিবেশীদের জন্য ব্যয় করতেও নির্দেশনা দিয়েছে। সমাজে বসবাসকারী অভাবী অন্যদের সাথে নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশীদের সাহায্যে ব্যয় করার জন্যও আল-কুরআনে আদেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا ﴾

৩০. আল-কুরআন, ০২ : ২১৫
৩১. আল-কুরআন, ৭৬ : ৮-৯
৩২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাযলুন নাফাকাতি আলাল আহ্‌ল, হাদীস নং-৫০৩৮

আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে অপর কিছুকে শরীক করবে না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, নিঃস্ব, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, (অসহায়) মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৩৩]

মহানবী স. বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হয়।[৩৪]

নবী স. আবু যর গিফারী রা.-কে বলেন:

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو أقسم في جيرانك

হে আবু যার, তুমি সুপ রান্না করলে তাতে পানি বেশি করে দাও এবং প্রতিবেশীদের মাঝে বিলাও।[৩৫]

তিনি আরও বলেন:

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করে সে মুমিন নয়।[৩৬]

৬. দাস দাসী তথা চাকর চাকরাণীদের জন্য ব্যয়

মহানবী স. বলেছেন, وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ আর তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সাদাকা।[৩৭]

অধীনস্থ চাকরদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেন,

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ

এরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই

৩৩. আল-কুরআন, ০৪ : ৩৬
৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি..., হাদীস নং-৫৬৭৩
৩৫. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায়: আল-জার, পরিচ্ছেদ: ইউকছারু মা-আল মুরুক ফাইউকসামু ফিল-জীরান, হাদীস নং-৭৯; হাদীসটির সনদ সহীহ।
৩৬. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায়: আল-জার, পরিচ্ছেদ: লা ইউশবাউ দূনা জারিহি, হাদীস নং-১১২; হাদীসটির সনদ সহীহ।
৩৭. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অধ্যায়: আল-আবনা, পরিচ্ছেদ: ফাযলু মান 'আলা ইবনাতাহুল মারদূদাহ, হাদীস নং-৮২; হাদীসটির সনদ সহীহ।

খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরিধান করে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দিবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয় তবে যেন তাকে সাহায্য করে।[৩৮]

জাবির রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন:

أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ

তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করাও।[৩৯]

৭. মেহমানদের জন্য ব্যয়

ইসলামী শরীয়ায় মেহমানদারী অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনেক আলিমের মতে, এটি ওয়াজিব এবং অধিকাংশ আলিমের মতে সুন্নাত। নবী করিম স. বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। একদিন এক রাত তার বিশেষ আপ্যায়ন হবে। সাধারণ আপ্যায়ন তিন দিন। আর এর অধিক হলে তা হবে সাদাকা। তবে মেজবানকে সংকটাপন্ন করা পর্যন্ত মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়।[৪০]

৮. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও দা'ওয়াতের জন্য ব্যয়

আল-কুরআন ও সুন্নাহের অনেক জায়গায় ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। 'আল্লাহর পথ' প্রত্যয়টি ব্যাপক। তবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামী দাওয়াতী কাজকে জোরদার করা ও এ উদ্দেশ্যে জিহাদের পথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা। আল-কুরআনে এ ধরনের ইনফাকের জন্য বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنفِقوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর।[৪১]

৩৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মা ইউনহা মিনাস সিবাব ওয়াল লা'ন, হাদীস নং-৫৭০৩

৩৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আয-যুহ্দ ওয়ার রাকাইক, পরিচ্ছেদ: হাদীসু জাবির আত-তাভীল..., বৈরুত: দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং-৭৭০৪

৪০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: ইকরামুয যায়ফি ওয়া খিদমাতুহু ইয়্যাহু বিনাফসিহি, হাদীস নং-৫৭০৩

৪১. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৫

এভাবে আরো সরাসরি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকার করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।[৪২]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।[৪৩]

অন্য আয়াতে ইনফাকের বিষয়টি ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(হে মুমিনগণ!) তোমরা অভিযানে বের হও, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জেনে থাক।[৪৪]

৯. অমুসলিমদের সাহায্যে ব্যয়

অমুসলিমদের মধ্যে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নয়; বরং শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের অভাবী ফকীর মিসকীনদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় করা যাবে। আল-কুরআনে এ ধরনের ভাষ্য পাওয়া যায়। প্রথমে অমুসলিম ফকীরকে দান করতে মুসলিমরা ইতস্তত করতেন। তাই একটি আয়াতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবীকে দান করতে বলা হয়। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾

৪২. আল-কুরআন, ৫৭ : ০৭

৪৩. আল-কুরআন, ৫৭ : ১০

৪৪. আল-কুরআন, ০৯ : ৪১

তাদের হেদায়েত দান করার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পিত হয়নি। আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন। তোমরা যে ধন সম্পদ দান করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো। কাজেই দান খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এক্ষেত্রে কোনক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।[৪৫]

শায়খ আবু বকর আল-জাযায়িরী রহ. এই আয়াতটির তাফসীরে বলেন:

لما أمر تعالى بالصدقات ورغب فيها وسألها غير المؤمنين من الكفار واليهود فتحرج الرسول والمؤمنون من التصدق على الكافرين فأذهب الله تعالى عنهم هذا الحرج وأذن لهم بالتصدق على غير المؤمنين

আল্লাহ্ তা'আলা যখন দান করার আদেশ প্রদান করলেন তখন কিছু অমুসলিম কাফির ও ইয়াহুদী মুসলিমদের নিকট থেকে দান পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো এবং চাওয়া শুরু করলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ স. ও মুমিনগণ কাফিরদের দান করা ঠিক মনে করলেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা (এই আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে) তাদের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দিলেন এবং মুমিন নয় এমন লোকদেরকেও দান করার অনুমতি প্রদান করলেন।[৪৬]

১০. পশুপাখির জন্য ব্যয়

মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য জীবজন্তু তথা পশুপাখির খাদ্য ও অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ এসেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই।[৪৭]

মহানবী স. বলেছেন:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

দয়ালুদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। পৃথিবীবাসীর প্রতি তোমরা দয়া কর, তা হলে আকাশবাসী (আল্লাহ)ও তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।[৪৮]

৪৫. আল-কুরআন, ০২ : ২৭২

৪৬. আবু বকর আল-জাযায়ির, *আইসারুত তাফাসীর লি-কালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর*, মদীনা মুনাওওয়ারাহ্: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ৫ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রী., খ. ০১, পৃ. ৩১৭-৩১৮

৪৭. আল-কুরআন, ০২ : ২৭২

তবে আল্লাহ তা'আলার এ মহা সৃষ্টিজগতে সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা এমন মীযান বা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন, যা সত্যি বিস্ময়কর। তাই মানুষ এমন কোন ভূমিকা নিবে না, যাতে এ ভারসাম্য নষ্ট হয়। তা ছাড়া, মানুষের অধীনস্থ ও কুক্ষিগত বা তাদের পালিত বা তাদের আশেপাশে বিচরণশীল জন্তু-জানোয়ার ও পাখিদের জন্য খাদ্যের সাধ্যমত ব্যবস্থা করে দিতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এজন্য উট, ঘোড়া, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, শিকারে ব্যবহৃত কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে মহানবী স. নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

কোন মুসলিম যদি কোন গাছ লাগায়, তা থেকে কোন মানুষ বা জীবজন্তু যদি কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।[৪৯]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। তখন সে দেখলো যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে এবং ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে নামলো এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভর্তি করে তুলে তা নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে আসলো এবং কুকুরটিকে তা পান করালো। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুর জন্যও কি আমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে? তিনি বলেন, প্রতিটি প্রাণধারী সৃষ্টির সেবার জন্য সওয়াব রয়েছে।[৫০]

৪৮. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায়: আল-বির্ ওয়াস সিলাহ্, পরিচ্ছেদ: রাহমাতুল মুসলিমীনা, বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-১৯২৪। হাদীসটির সনদ সহীহ।

৪৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: রাহমাতুন নাসি ওয়াল বাহায়িমি, হাদীস নং-৫৬৬৬

৫০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: রাহমাতুন নাসি ওয়াল বাহায়িমি, হাদীস নং-৫৬৬৩

ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় শর্ত ও ব্যবহারিক বিধান

ইসলামের কোন বিধানই ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদন করার অনুমতি নেই। যেকোন ইবাদতই আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ স. প্রদর্শিত শর্ত, নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হয়। ইনফাক তথা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহতে কিছু শর্ত, নীতিমালা ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইনফাক

ইসলামে যে কোন ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা আবশ্যক। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে বা উদ্দেশ্যে কোন কিছু ইনফাক করলে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى – وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى – إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى – وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়; সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।[৫১]

২. অপব্যয় ও অপচয় না করা

ইসলামে অপব্যয় ও অপচয় সম্পূর্ণ হারাম। তাই ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়, কোন ক্ষেত্রেই অর্থ-সম্পদের অপব্যয় বা অপচয় করার বৈধ সুযোগ নেই। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অবাধ্য।[৫২]

৩. কৃপণতা না করা

বৈধ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যয় না করাকেই সাধারণভাবে কৃপণতা বলা হয়। এটি মানবচরিত্রের অন্যতম খারাপ গুণ। কৃপণতাকে নিন্দা করে এবং কিয়ামতের দিন কৃপণের পরিণতি বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা যেন কোন অবস্থায় তারা মঙ্গলজনক মনে না করে। বরং এটা

[৫১]. আল-কুরআন, ৯২ : ১৮-২১

[৫২]. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।[৫৩]

৪. মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

ইসলামী জীবনব্যবস্থা মধ্যমপন্থা অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করে। অর্থনৈতিক জীবনেও এই নীতি প্রযোজ্য। অপব্যয় বা অপচয় এবং কৃপণতা- উভয়টিই ইসলামে নিষিদ্ধ। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

তারা যখন ব্যয় করে অপব্যয় করে না, আর কৃপণতা দেখায় না। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।[৫৪]

৫. সামর্থ্য অনুসারে ব্যয় করা

সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন সচ্ছলতা।[৫৫]

৬. হালাল খাতে ব্যয় করা

ইসলাম সুদ, ঘুষ, জুয়া, মাদকদ্রব্য ক্রয়, মূর্তিপূজার বেদী নির্মাণ, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম কাজে সম্পদ ব্যয় করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মদ নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে মহানবী স. এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

যিনি মাদ পানকে হারাম করেছেন তিনিই তা বিক্রি করাও হারাম করেছেন।[৫৬]

তা ছাড়া কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদমসন্তান যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে এক কদমও নড়তে পারবে না সে প্রশ্নসমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন দুটি হবে, তুমি

[৫৩]. আল-কুরআন, ০৩ : ১৮০

[৫৪]. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৭

[৫৫]. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৭

[৫৬]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায়: আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ: তাহরীমু বায়ইল খামর, হাদীস নং-৭৭০৪

তোমার অর্জিত সম্পদ কোন পথে (হালাল না হারাম) উপার্জন করেছো এবং কোন কাজে ব্যয় করেছো?[৫৭]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন ব্যক্তি তার ইচ্ছামত পথে বা কাজে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না। তাকে অবশ্যই হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে হালাল পথেই ব্যয় করতে হবে।

৭. হালাল মাল থেকে ব্যয় করা

উপার্জিত সম্পদ যতক্ষণ না হালাল হিসেবে সাব্যস্ত হবে ততক্ষণ তা থেকে ব্যয় করে কোন লাভ নেই। কারণ পবিত্র তথা হালাল অর্থ-সম্পদ থেকে ব্যয় করার আদেশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর। আর তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না।[৫৮]

এ বিষয়ে নবী স. বলেছেন:

وَلا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فيه وَلا يَتَصَدَّقُ به فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لا يَمْحُو الْخَبِيثَ

কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ পন্থায় হারাম মাল উপার্জন করে তা খরচ করে এবং তাতে বরকত দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সে যদি এই মাল থেকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করে, তবে এতে বরকত হবে না। যদি সে হারাম মাল ত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে রেখে যায়, তবে তা তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দের মাধ্যমে দূরীভূত করেন না। (অর্থাৎ হারাম মালের সাদাকা কারো পাপ মোচনের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় না।) কিন্তু তিনি মন্দকে সৎ কর্মের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেন। কেননা কোন নাপাক অপর নাপাককে দূরীভূত করতে পারে না।[৫৯]

---

৫৭. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, হাদীস নং-২৪১৬। হাদীসটির সনদ হাসান।
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ "

৫৮. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৭

৫৯. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং- ৩৬৭২; আল-আলবানীর মতে হাদীসটির সনদ যয়ী'ফ, আদ-দারাকুতনী হাদীসটির সনদকে মাওকূফ সহীহ বলেছেন।

৮. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে ব্যয় করা

অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য-এ দুভাবেই ব্যয় করার অনুমোদন রয়েছে। এ মর্মে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই।[৬০]

প্রকাশ্যে ব্যয় করলে কিছু উপকার আছে, যেমন তাকে দেখে অন্যরা উৎসাহিত হয়। কিন্তু এতে দান গ্রহীতার মন ছোট হয়ে যায় এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। এছাড়া দাতার মাঝে লোকদেখানো ভাব জন্ম নিতে পারে। কিন্তু গোপনে দিলে তা হয় না। গ্রহীতার সম্মান এতে রক্ষা পায়। তাই গোপনে দান প্রশংসিত। এই মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল।[৬১]

৯. সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করা

অর্থ-সম্পদের প্রতি মায়া ও মোহ সচ্ছল অবস্থায় দান করতে বাধা দেয়। আবার অর্থ-সম্পদের অভাব-অনটন থাকাবস্থায় দান করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ইসলামে প্রয়োজন বা পরিস্থিতির আলোকে সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। যারা সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে তাদেরকে 'মুহসিন' তথা সৎকর্মশীল আখ্যা দিয়ে তাদেরকে ভালবাসেন মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।[৬২]

---

৬০. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৯

৬১. আল-কুরআন, ০২ : ২৭১

৬২. আল-কুরআন, ০৩ : ১৩৪

১০. ইনফাকের পর খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়

কাউকে কিছু দান করার পর তাকে এই দানের খোঁটা দেয়া উচিত নয়। এ মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

যারা তাদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।[৬৩]

১১. ইনফাকের পর রিয়া করা অনুচিত

রিয়া বা লোকদেখানোর নিয়াত যে কোন ভালো কর্মকে ধ্বংস করে দেয়। এ ধরনের আমল আল্লাহ্‌র নিকট তো কবুল হয়ই না; বরং শিরকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। যারা লোক দেখানোর জন্য দান করে তাদের দানের অবস্থা কেমন হবে তার উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

হে মুমিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[৬৪]

১২. সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ব্যয় করা উত্তম

নিজের সম্পদসমূহ থেকে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত সর্বোচ্চ পুণ্য লাভ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم ﴾

তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা ব্যয় কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[৬৫]

৬৩. আল-কুরআন, ০২ : ২৬২
৬৪. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৪
৬৫. আল-কুরআন, ০৩ : ৯২

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর বিশিষ্ট সাহাবী আবু তালহা রা. তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ 'বায়রূহা' বাগানটি ওয়াকফ হিসেবে দান করে দেন।[৬৬]

১৩. মৃত্যু আসার পূর্বেই ইনফাক

কারো মৃত্যু আসার পূর্বে দান না করলে সে দান কবুল হবে না। অনেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দান করতে চান। যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে, আমাকে যদি আর কিছুক্ষণ সময় দেয়া হতো তাহলে আমি দান করতাম। এই অবস্থায় দান করলে সেই দান আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না। তাই এই মৃত্যুর পূর্বেই দান করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় মৃত্যু আসলে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!'[৬৭]

উপসংহার

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যেখানে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ার সুযোগ নেই। যাকাতের মত ফরয আর্থিক খরচ থেকে শুরু করে নফল বা অতিরিক্ত অনেক আর্থিক খরচের বিধিবিধান এই জীবনব্যবস্থায় আলোচিত হয়েছে। ধনবৈষম্যের এই পৃথিবীতে সম্পদ বণ্টনে ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে বৈষম্য নিরসনের লক্ষে ইসলাম মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ইনফাকের কথা বলেছে। এর সাথে সাথে মানবসমাজের কল্যাণে সঠিক পন্থায় ইনফাকের নির্দেশ দিয়েছে। ইনফাকের মাধ্যমে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে মুক্তি ও কল্যাণ অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। ইসলামী নীতিমালা অনুসারে ইনফাক (সম্পদ ব্যয়) করা হলে মানবজাতির সুখ, শান্তি ও কল্যাণ অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৬৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ্*, অধ্যায়: আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ: আয-যাকাত আলাল আকারিব, হাদীস নং-১৩৯২
৬৭. আল-কুরআন, ৬৩ : ১০